ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৩ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত

‘‘বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়”

শীর্ষক টিআইবি’র গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে

উত্থাপিত কতিপয় প্রশ্ন ও টিআইবি’র অবস্থান

প্রশ্ন: জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত টিআইবি প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: টিআইবি পরিচালিত গবেষণাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং একইসাথে এই চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণের পথ নির্দেশ করা। কোনোভাবেই সরকার, পিকেএসএফ বা বাস্তবায়নকারী কোনো প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করা এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য নয়, বরং জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করাই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে জলবায়ু তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাসহ এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার চাহিদা ও সুযোগ সৃষ্টি করে বৃহত্তর পরিসরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র হতে তহবিল প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করাও টিআইবি’র উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: পিকেএসএফ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে এবং বিসিসিটিবি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৫৫টি এনজিও সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি এবং তথ্য সংগ্রহ সময়কাল কী?

উত্তর: গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহে গত ৭ অক্টোবর ২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় পিকেএসএফ হতে বিসিসিটিবি কর্তৃক নির্বাচিত ৫৫টি এনজিও/থিংক ট্যাংক কার্যালয়ের ঠিকানাসহ তালিকা (পত্র স্মারক নং-পফ/পিকেএসএফ/ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট/০২/২০১২-৫৬১৬) সংগৃহীত হয়। টিআইবি গবেষক দল উক্ত ঠিকানায় গত ১৪ অক্টোবর ২০১২ হতে ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত সরেজমিন পরিদর্শন করে এবং ১৬ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে প্রকল্প প্রস্তাবের কপির জন্য আবেদন করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ২২টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উত্তরদাতা, স্থানীয় জনসাধারণ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাক্ষাতকার গৃহীত হয়। প্রাপ্ত সকল তথ্য, উপাত্ত ও মতামত যাচাই, বাছাই, বিশ্লেষণ এবং মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে তুলনা ও যথার্থতা নিশ্চিতের পর ফলাফল গবেষণায় উপস্থাপিত হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে অস্তিত্বহীন ১০টি এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য কতখানি নির্ভরযোগ্য ?

উত্তর: পিকেএসএফ'র প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ঠিকানায় টিআইবি গবেষক দল উপরে উল্লেখিত সময়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনাকালে ১০টি এনজিওর কার্যালয় খুঁজে পায়নি। অনুসন্ধানে ঠিকানাগুলোর কোনোটি অসম্পূর্ণ, কোনোটি বাসস্থান অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা কর্মকর্তাকেও অনুসন্ধানকালে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে ঠিকানাগুলো থেকে উল্লিখিত এনজিও বা প্রকল্প সম্পর্কে কাঙ্খিত তথ্য জানা সম্ভব হয়নি, যা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: পিকেএসএফ কর্তৃক ১০টি এনজিও সম্পর্কে পুনঃযাচাইকৃত তথ্য টিআইবি'র প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক কী?

উত্তর: যেহেতু পিকেএসএফ কর্তৃক পুনঃ পরিদর্শনের আগেই টিআইবি'র গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে, তাই উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর ১০টি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বর্তমান তথ্য টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে কোনো অবস্থাতেই সাংঘর্ষিক নয় বলেই টিআইবি মনে করে। বরং টিআইবি প্রকাশিত প্রতিবেদনের ফলে ব্যাপক আলোচনা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন গৃহীত উদ্যোগের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্য অগ্রগতির দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রশ্ন: টিআইবি প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদনে ১০টি প্রতিষ্ঠানের নাম বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পৃথকভাবে কোনো তথ্য প্রদান করা হয়েছে কী?

উত্তর: না। টিআইবি তার অনুসৃত গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতি অনুযায়ী গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম অথবা প্রতিবেদনের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোনো তথ্যও পৃথকভাবে উপস্থাপন করেনি। যেহেতু পিকেএসএফ ৫৫টি এনজিও প্রকল্পের অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের তদারকির সাথে সরাসরি জড়িত, সেজন্য পিকেএসএফ এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে টিআইবি'র গবেষণায় প্রাপ্ত ১০টি এনজিও'র নাম পিকেএসএফ'কে প্রদান করা হয়েছে। তবে এদের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে শুধু তাদের সম্পর্কে টিআইবি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য সংশ্লিষ্ট এনজিও ও পিকেএসএফকে সরবরাহ করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়সহ টিআইবি কর্তৃক বাস্তবায়নরত জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন কার্যক্রম সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন;

মু জাকির হোসেন খান
প্রকল্প সমন্বয়ক
জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প
ফোন: ০১৭১৩০৬৫৫৪৬
ই-মেইল: zhkhan@ti-bangladesh.org